মেহেরপুরে বিদেশি অস্ত্র ,ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ আটক ৩

মেহেরপুর শহরে সেনাবাহিনীর অভিযানে বিদেশি পিস্তল, খেলনা পিস্তল, ম্যাগাজিন, ওয়াকিটকি ও মাদকদ্রব্যসহ আকাশ ওরফে শাকিল, রায়হান এবং সজীব নামের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের হালদারপাড়া ও স্কুলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে হয়।

আটককৃতরা হলেন- মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়পাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে আকাশ ওরফে শাকিল (২৬), বোসপাড়ার জসীম উদ্দীনের ছেলে সজিব (২৭) এবং হালদারপাড়ার হামিদুর শেখের ছেলে রায়হান (৩৬)।

যৌথবাহিনীর সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে একটি সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলার আসামি আকাশ গ্যাংয়ের সদস্য আকাশ, রায়হান ও সজিবকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি নকল পিস্তল, তিনটি ওয়াকিটকি সেট ও চার্জার, মাদকদ্রব্য এবং মাদক ব্যবহারের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত মালামাল র্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে জাল টাকাসহ ১ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর অভিযানে ৪২ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় আমিরুল ইসলাম খোকন (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া (আবাসন) গ্রামে তার নিজ বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ১ হাজার টাকা মূল্যমানের মোট ৪২টি জাল নোট, যার বাজার মূল্য ৪২ হাজার টাকা, উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে আজ রবিবার সকলে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানী কমান্ডারের কার্যালয় ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩’র পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সকল তথ্য জানা।

গ্রেফতারকৃত আমিরুল ইসলাম গাংনী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের শিশিরপাড়া গ্রামের নিজাম উদ্দিন ও রাহেলা খতুনের ছেলে। বর্তমানে তিনি সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া (আবাসন) এলাকায় বসবাস করছিলেন।

র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খোকন স্বীকার করেছে, সে দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির একটি চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে জাল টাকা সংগ্রহ করে ক্রয়-বিক্রয় করত।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রেফতারকৃত খোকনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

র্যাবের কর্মকর্তারা আরও জানান, সমাজ থেকে অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি তারা জনগণকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

জীবননগরে পাওয়ারট্রলি থেকে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পাওয়ার টিলার সহ ২ জনকে আটক করেছে। গতকাল মঙ্গলবার আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামের ঈদগাহ ময়দানের সামনে থেকে ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন, সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের আব্দুল

দাউদের ছেলে আব্দুর রহমান (৩০) ও মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এনামুল হক (৩৪)।

জীবননগর থানা সুত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলার বিপিএম সেবার নির্দেশে ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেনের নেতৃত্বে এস আই মিজানুর রহমান, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এসময় বস্তায় ভর্তি পাওয়ার টিলারে রাখা ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জনকে আটক করা হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত ইউনিয়নের কয়া গ্রামে মাদকবিরোধী একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ৬৬৮ বোতল ফেনসিডিল, একটি পাওয়ার টিলার সহ দুইজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপি’র দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত-১, আটক-৩

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপি’র দুপক্ষের সমর্থকদের বাকবিতন্ডার মাঝে পড়ে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহত মফেজ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের ভিটাপাড়া এলাকার জামাল আলীর ছেলে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে কালিগাংনী গ্রামের ঘোনারমোড় নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে এ ঘটনার জের ধরে পুলিশ এবং র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ঘটনাস্থল থেকে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে ৩ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছেন। মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তারা হলেন, শুকুর আলীর ছেলে প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলাম, সাবদার আলী ও তার ছেলে হাসানুজ্জামান।

স্থানীয়রা জানান, স্থানীয় একটি চা দোকানে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাসেম আলী ও বিএনপি কর্মী সাবদার আলীর মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে কিল-ঘুষি শুরু হয়। এসময় নিহত মফেজও যুক্ত হয়। এসময় সাবদার আলী তার বুকে লাথি মারলে মাটিতে পড়ে যায় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীনের নেতৃত্বে থানা পুলিশ, ডিবি পুলিশ ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে সাবদার আলী বাড়ির প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকে সাবদার আলী তার ছেলে হাসানুজ্জামান ও মালেশিয়া প্রবাস ফেরত জিনারুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেন।

তবে, নিহতের পিতা জামাল আলী পুলিশকে বলেন, আমার ছেলেকে কেউ আঘাত করেনি। সে কিল-ঘুষির মাঝে পড়ে মারা গেছে।

ওসি মেজবাহ উদ্দীন বলেন, ঘটনার সাথে জড়িত আমরা একজনকে হেফাজতে নিয়েছি। এছাড়া লাশ ময়নাতদন্তের জন্য উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এছাড়া অপ্রিতিকর কোনো ঘটনা এড়াতে পুলিশ ও র্যাব গ্রামে রয়েছে।

উল্লেখ্য, নিহত মফেজ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন সমর্থক ও ইউপি সদস্য কাসেম আলী সমর্থক।

মহেশপুর সীমান্তে অবৈধভাবে পারাপারের সময় ৬ বাংলাদেশি আটক

অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের সময় বাংলাদেশী ৬ নাগরিক বিজিবি’র হাতে আটক হয়েছে।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, সোমবার

(১ সেপ্টেম্বর) আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ বাঘাডাঙ্গা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৬০/৩৭-আর হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মো. লাবু মিয়ার মেহগনি বাগান থেকে হাবিলদার মো. জিনারুল ইসলামের নেতৃত্বে নিয়মিত টহল পরিচালনা করে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমনকালে ২ জন পুরুষ, ১ নারী এবং ৩ শিশুসহ মোট ৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়।

আটককৃতদের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আটককৃত পুরুষরা হলেন যশোর জেলার শার্শা উপজেলার মো. ওসমান গণির ছেলে মো. আলমগীর হোসেন (৩৫) এবং ঢাকা জেলার উত্তর খান থানার চানপাড়ার গোকুল মন্ডলের ছেলে পরিমলচন্দ্র মন্ডল (৫২)।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ক ইয়াবাসহ আটকের ৪ ঘন্টা পর মুক্ত

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ককে আটক করছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে দর্শনা ক্যাম্পের বিজিবি অভিযান চালায় দর্শনা পুরাতন বাজার টুকু মিয়ার ‘স’ মিলের সামনের দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দশর্না মুজিবনগর সড়কের উপর থেকে তাকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের সিটের নিচ থেকে ৪০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করে। এ ঘটনায় স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন তার এ আটকের ঘটানাটি ষড়যন্ত্রমুলোক বলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বিজিবি’র কাছে আবেদন করলে ৪ ঘন্টা ধরে বিজিবি ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট

কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, দশর্নার স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ বিষয়টি ষড়যন্ত্রমুলোক ভাবে, কে বা কাহারা ফাঁসাতে এমনটি করেছে বলে জানান। এরপরও ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দশর্না থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে বিজিবি একটি লেখা নিয়ে এসে তদন্তের সার্থে আবার বিজিবি ক্যাম্পে চলে যায়। এছাড়া আর কিছুই জানি না। রামনগর গ্রামের লোকজন জানান, রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ইতোপুর্বে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পায়নি।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটকের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

গতকাল সোমবার দুপুর আড়াই টার সময় আসাদুজ্জামান বাবলুর গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ অফিসে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শাজাহান সেলিম, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ইদানীং দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বিভিন্ন স্বার্থনেষী মহল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ বানচাল করার জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অযাচিতভাবে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজিসহ এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনে

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল আটক

রাজধানী ঢাকার পল্লবী ১২ নম্বর রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় বিশেষ অভিযানে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল আটক করেছে র্যাব-৪ ও পুলিশ।

বুধবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত যৌথভাবে পরিচালিত এ অভিযানে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাজ্জাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে তদন্ত চলমান রয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো মামলার বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। আটকের পর তাকে স্থানীয় থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

র্যাব জানায়, সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুলের বিরুদ্ধে কিছু গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত তথ্য আপাতত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দর্শনা সীমান্তে ১ কোটি ৭২ লাখ টাকার স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার ছয়ঘড়িয়া সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ১৬২ গ্রাম ওজনের ৮টি স্বর্ণের বারসহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)। জব্দ স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৭২ লাখ ১৫ হাজার ১৮২ টাকা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৯ থেকে ১২০০ গজ ভেতরে তেমাথা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা মোটরসাইকেলে করে সীমান্তের দিকে যাওয়া দুই সন্দেহভাজনকে থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দর্শনা থানার নাস্তিপুর গ্রামের মো. আব্দুল মমিন
(৪৯) ও মো. আবুল কালাম আজাদ (৪৭)। জিজ্ঞাসাবাদে মো. আব্দুল মমিন তার কোমরে লুকানো ৮টি স্বর্ণের বারের কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযানে জব্দ স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। হাবিলদার মো. মিজানুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন, এবং আটক দুজনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ৫২টি গাঁজার গাছসহ চাষি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গাঁজা গাছসহ রেজাউল হক (৪৪) নামে এক চাষিকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শৈলমারি গ্রাম থেকে তাকে আটক করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশ। আটক রেজাউল হক একই গ্রামের আমজাদ মণ্ডলের ছেলে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমির জানান, শৈলমারি গ্রামে মাদকদ্রব্য গাঁজার চাষ হয়েছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে বাড়ির পাশে তার নিজ বাগানের মধ্যে থেকে ছোট বড় ৫২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাছের আনুমানিক ওজন ১৫ কেজি।

আটক আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।